৭৮

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

বেসরকারী শিক্ষকদের কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সোমবার এক শিক্ষক সমাবেশে দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষকের অবসরকালীন আর্থিক সুবিধার জন্য থোক ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, এই লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট সংশোধন এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

কেবল শিক্ষক সমাজই নয়, গোটা দেশের জনগণই প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা অভিনন্দিত করবে। এই প্রশংসনীয় সিদ্ধান্তের জন্য আমরাও প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য অবসরকালীন আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদানের পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এটি একটি অভাবিতপূর্ব ব্যবস্থাও বটে। এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের প্রতি বর্তমান সরকারের আন্তরিক শ্রদ্ধারও প্রকাশ ঘটেছে।

সাধারণভাবে আমাদের দেশের শিক্ষকরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। তাদের মধ্যে আবার বেসরকারী শিক্ষকদের অবস্থা আরও করুণ। প্রাইভেট পড়াতে সক্ষম এমন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান বেসরকারী শিক্ষক ছাড়া অন্যদের শুধুমাত্র বেতনের সামান্য অর্থেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ফলে, তাদের সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু সেখানেই তাদের দুর্গতির শেষ হয় না। সমস্ত জীবন ধরে যারা শত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, জীবন সায়াহ্নে তাদের শূন্যহাতে অবসর নিতে হয়। অবসরকালে তাই অনেক বেসরকারী শিক্ষককেই চরম আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। শিক্ষকদের সেই দুঃসহ দিনগুলো অবসানের জন্যই বর্তমান সরকার তাদের জন্য অবসরকালীন আর্থিক সুবিধাদানের ব্যবস্থা করেছেন এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ বাবত ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ জন্য গত দুই বছর ধরে বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই নেয়া হয়েছে এই ব্যবস্থা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। বালিকাদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ও তাদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন শিক্ষকরাই। কিন্তু আর্থিক সমস্যায় কাতর শিক্ষকদের পক্ষে তা উত্তমরূপে সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য সরকারী অনুদান বাড়িয়ে শতকরা ৮০ ভাগ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সাড়ে ৪ হাজার নতুন স্কুলেও কার্যকর হবে। শুধু তাই নয়, সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য টাইম স্কেলও দিয়েছেন। অন্যদিকে, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিরও সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এসবই করা হয়েছে মানুষ গড়ার কারিগরদের কল্যাণের লক্ষ্যে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার যেসব ব্যবস্থা করেছেন তা একদিকে যেমন তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে তা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করবে।